দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এই প্রজন্মের মেধাবী মেয়েরা জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছেন ভবিষ্যতের দিকে

মেয়েদের আলাদা মেধাতালিকার প্রয়োজন নেই

সুব্রত রাহা

ছোটবেলা থেকেই বাবা-মা কিংবা আত্মীয়স্বজনেরা মেয়েদের হাতে ধরিয়ে দেয় পুতুল অথবা ঘর সাজানো বা রান্নার সামগ্রী। যাতে ছোটবেলা থেকেই বোঝানো হয় তুমি সংসার গোছাবে, সংসার সাজাবে, পাশাপাশি ছেলেদের হাতে তুলে দেয়া হয় প্লেন, গাড়ি, কিংবা রকেট। ছোটবেলা থেকে এই বৈষ্যমের মাঝে বোঝানো হয় মেয়ে তুমি আলাদা তোমার অনেক কিছুই করার সামর্থ্য নেই। কিন্তু আসলে কি তাই? না, কথাটি যে একদম সত্যি নয় তার একটি বড় উদাহরণ গত কয়েক বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় মেয়েদের সাফল্য। তারা কি ভাবছে এ দেশের নারীদের নিয়ে, কীভাবে সম্ভব এ সমস্যাকে কাটানো, এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই জনকণ্ঠের অপরাজিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন চার মেধাবী ছাত্রীর। নানা আলাপচারিতা, নানা মন্তব্য, ভবিষ্যত ভাবনা এসব প্রশ্নের উত্তর আসুন জানি তাদের মুখ থেকেই।

শাহানা হোসেন (সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম, মানবিক) ঃ আমাদের দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নারীদের অবস্থান আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারীদের পদচারণা লক্ষণীয়। তবুও গতানুগতিক চিন্তাভাবনা অনেক ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নারীর সমান অধিকারের জন্য নারী-পুরুষের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় একটা বাধা হচ্ছে মেয়েদের বিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় উচ্চ শিক্ষা শেষ করার আগেই মেয়েদের বিয়ে দেয়া হচ্ছে। যা তার ক্যারিয়ারের ব্যাপক ক্ষতি করে। কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিয়ের পর স্বাভাবিক পড়াশোনা চালানো খুবই কষ্টকর। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর সহযোগিতা পাওয়া যায় না, অথচ এটা খুব বেশি প্রয়োজন। আর সবকিছুতে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি স্যাক্রিফাইস করতে হয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, উচ্চ শিক্ষা শেষ না করে মেয়েদের বিয়ে করা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে পরিবারের থেকে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ভাবা হয় সেটা হচ্ছে ভাল পাত্র। পরিবারের সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। আগে মেয়েকে তার ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিতে হবে তার পর বিয়ে। আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্যারিয়ার নষ্ট করে কখনও বিয়ে করব না, সে ভাল পাত্র হলেও। এ ছাড়া আমার মনে হয় প্রাচীনপন্থী নারীরাই বর্তমানে নারীদের সামনে অগ্রসর হবার পথে অনেক ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ান। আর পুরুষদেরও এই মূল্যবোধটি থাকতে হবে যে, মেয়েদের শুধু মেয়ে হিসাবে না দেখে মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন করতে হবে। সর্বোপরি নারী শিক্ষার উন্নতি ঘটাতে হবে।

ফৌজিয়া আফরোজ খান (সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয়) ঃ আমি শাহানার বক্তব্যের সঙ্গে একমত। এ ছাড়া আমি বলতে চাই, আমি কখনও বিয়ের পর মিসেস অমুক হিসাবে পরিচিত হতে চাই না। আমি আমার পরিচয়ে পরিচিতি হতে চাই। অনেকে আছেন মিসেস অমুক পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। আসলে এটা ঠিক নয়, নিজের পরিচয় থাকাটা জরুরী। নারীদের পক্ষে বহু আন্দোলনের পরও আমার মনে হয় বাংলাদেশে নারীরা যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। নারীদের সুযোগ দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা তাদের নিজদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন নয়। এটাও একটা বড় বাধা।

নারীদের সাহস এবং শক্তি যোগাতে সবচেয়ে প্রয়োজন শিক্ষা। এ ক্ষেত্রে গ্রামের দিকে আমাদের বেশি নজর দেয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। গ্রামে নৈশ শিক্ষার মাধ্যমে ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে।

তানিয়া নূর (সম্মিলিত মেধাতালিকায় তৃতীয়) ঃ মেয়েরা মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিকে ভাল করছে কথাটি ঠিক। কিন্তু তার পর কি হচ্ছে তা দেখার কেউ নেই। এ ক্ষেত্রে দেখার বিষয় যারা ভাল করছে তার কত ভাগ উচ্চ শিক্ষা শেষ করতে পারছে। কারণ উচ্চ শিক্ষা শেষ না করলে কেউ সেভাবে ক্যারিয়ার গড়তে পারবে না। এর প্রধান কারণ বিয়ে। বিয়ের কারণে অনেকে উচ্চ শিক্ষা শেষ করতে পারেন না। তাছাড়া বিয়ের পর আমাদের সমাজে পুরুষেরা চায় তার স্ত্রী ঘরে থাকুক। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হচ্ছে অনেকের মধ্যে ধারণা থাকে যে, আমার স্ত্রীকে আমার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। আমার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ চাকরি করতে হবে। খুব কম স্বামীই আছেন যাঁরা চান তাঁর স্ত্রী তাঁর চেয়ে ভাল অবস্থানে থাকুক। এটা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে খাটো করবে বলে তাঁদের ধারণা। এই ধারণা পাল্টালে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। এর সঙ্গে সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি হচ্ছে নারী নির্যাতন। অহরহ নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে কিন্তু নানা রকম চাপের ফলে তার বিচারকার্য শেষ হচ্ছে না। ফলে তা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে নারী আন্দোলনের নামে যা চলছে তা নারীদের অধিকার সংরক্ষণে কতটা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তা একটা প্রশ্ন। বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের কর্ণধার যারা তাঁরা সাধারণত কেবল সভা সেমিনারেই তাঁদের কার্যক্রম শেষ করেন। অথচ প্রয়োজন বাস্তব প্রয়োগের।

সাবরিনা রহমান (সম্মিলিত মেধাতালিকায় ১১তম, ঢাকা বোর্ড) ঃ ওদের কথাগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করে বলছি শুধু ছেলেদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মেয়েরা ভাল রেজাল্ট করছে ঠিকই কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সেভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যা আছে তা বেশ কম। অনেকেই অভিযোগ করেন মেয়েরা বিজ্ঞান, ব্যবসায়-শিক্ষায় ভাল নয়। এ কথা ঠিক নয়, মেয়েরা সব শাখায়ই ভাল করছে। তাছাড়া ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দক্ষতা কম এমন অভিযোগও অনেকে করে থাকেন। এ কথাও ঠিক নয়, মেয়েরা সুযোগ পেলে সব শাখাতেই ভাল করতে পারে। এই যেমন পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে তো আমাদের যোগ্যতা দিয়েই অবস্থান করে নিতে হয়েছে। তবে ছেলেরা যেহেতু বাইরে যাওয়ার সুযোগ বেশি পায় ফলে কিছু বিষয় তারা জানতে পারে। সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা তা হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন।

মেধাবীদের সঙ্গে আলাপকালে আরও যেসব বিষয় এসে[illegible] তা হচ্ছে এরা সবাই একমত যে, মেয়েদের জন্য আল[illegible] মেধাতালিকার প্রয়োজন নেই। এটা মেয়েদের জ[illegible] অবমাননাকর। এক সময় হয়ত এটার প্রয়োজন ছি[illegible] বর্তমানে মেয়েদের জন্য আলাদা মেধাতালিকা থাক[illegible] ছেলেদের জন্যও আলাদা মেধাতালিকা থাকা প্রয়োজন ব[illegible] তাঁরা মনে করেন। মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে তাঁ[illegible] গুরুত্ব দেন। আমাদের দেশে মেয়েদের নিরাপত্তার যথে[illegible] অভাব রয়েছে। এর ফলে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে পিছি[illegible] আছে। তাঁদের মতে, ধর্ষণ আমাদের সমাজে এক[illegible] মারাত্মক সমস্যা অথচ একটা মেয়ে ধর্ষিত হওয়ার [illegible] তাকে বিচারের জন্য যে সব প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হয় [illegible] রীতিমতো ভয়ঙ্কর। এসব সমস্যার সমাধান জরুরী। [illegible] প্রজন্মের মেধাবী মেয়েরা জীবনের প্রতি ইতিবা[illegible] মনোভাব এবং জীবনযুদ্ধে জয়মাল্য অধিকার করার [illegible] প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। তা[illegible] স্বপ্ন কতটা সফল হবে তা সময়ই বলে দেবে।